ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী (১৩ তম সভা)

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ এজাজ, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২০ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ।। ০৪ জানুয়ারি, ২০২৬
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা।
স্থান : মিনি কনফারেন্স রুম ৬ষ্ঠ তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট **"ক"**

সভাপতি সভার সূচনালগ্নে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য, বিভাগীয় প্রধান এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নাগরিকদের জন্য টেকসই, মানসম্মত ও সময়োপযোগী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবার মান আরও উন্নত ও কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে ঢাকাকে একটি ন্যায্য, আধুনিক, মানবিক ও বাসযোগ্য মহানগরীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে উপস্থিত সকলের কাছ থেকে গঠনমূলক, সুচিন্তিত ও বাস্তবভিত্তিক মতামত উপস্থাপনের জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণসহ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা করেন।

পরবর্তীতে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্যসূচি-০১	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১২তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ সংক্রান্ত আলোচনা।
আলোচনা	:	বিগত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোনো সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। উপস্থিত সকল সদস্যদের আর কোন পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে কোন মতামত না থাকায় ১২তম সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণসহ বর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০১	:	সভায় ১২তম সভার কার্যবিবরণীতে কোন পরিবর্তন/পরিমার্জনের বিষয়ে মতামত না থাকায় ১২তম সভার কার্যবিবরণীর সকল অংশ দৃঢ়ীকরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০২	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-এর ইন্তেকালে শোক প্রস্তাব।

আলোচনা	:	সভায় অবহিত করা হয় যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া গত ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সংসদীয় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাবেক সরকার প্রধানকে হারাল। সরকার ৩ (তিন) দিন রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। সভাপতি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, দলীয় সহকর্মী ও অনুসারীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মরহুমার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন অবদানের কথা স্মরণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০২	:	২.১) সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া-এর ইন্তেকালে বোর্ড সভা গভীর শোক প্রকাশ করে যা কার্যবিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৩	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক, এসটিএস ও পরিবহন ডিপো এর নামকরণ সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	ক) সভায় জানানো হয় যে মরহুম মোজাম্মেল হক, বৈদ্যুতিক লাইনম্যান, বিদ্যুত শাখা, অঞ্চল-৪ (মিরপুর) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ১৬ নং ওয়ার্ডস্থিত সকল সড়ক বাতি স্থাপন, পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ পরিচালনা কাজে দায়িত্বরত ছিল। গত ০৫.১১.২০২৫ খ্রি: তারিখে বেলা আনুমানিক ১১.৪০ টায় তিনি তার নিজ কর্মস্থল ১৬৩/৩/২/সি/এ পশ্চিম কাফরুল শেরে বাংলা নগর, ঢাকায় বিদ্যমান সড়ক বাতি মেরামত কাজ করার সময় বাঁশের মই থেকে পড়ে মারাত্বক ভাবে আহত হয়। পরবর্তীতে তার সহকর্মী এবং এলাকাবাসীর সহায়তায় তাকে প্রথমে সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে দূর্ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় ঐ দিন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সবশেষ তিনি গত ০৮.১১.২০২৫ খ্রি: তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। ইতোমধ্যে তার মৃত্য বিষয়ে একটি নোটিশ জারী হয়েছে। তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য মরহুম মোজাম্মেল হক এর নামানুসারে ৯৬ হাজী আব্দুলমার্কেট, পশ্চিম কাফরুল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা হতে ১৮৮ পশ্চিম কাফরুল, শেরে বংলা নগর, ঢাকা পর্যন্ত সড়কটি "মরহুম মোজাম্মেল হক সড়ক" নামকরণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। খ) সভায় জানানো হয় যে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাত্রিকালীন বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কাজ চলার সময় ডিএনসিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মী শানু বেগম দ্রুতগামী অজ্ঞাতনামা যানবাহনের ধাক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার নিমিত্ত এবং তাঁর সম্মানার্থে ডিএনসিসি'র একটি সেকেন্ডারি ট্রান্সফারস্টেশন মরহুমা শানু বেগমের নামে নামকরণের জন্য সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। গ) সভায় জানানো হয় যে, গত ১০/১১/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিবহন বিভাগের গাড়ি চালক জনাব মো: বজলুর রশীদ ডিউটিরত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার স্মৃতিকে ধরে রাখা নিমিত্ত জনাব মো: বজলুর রশীদ এর নামানুসারে গাবতলীতে অবস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিবহন ডিপোটি "বজলুর রশীদ পরিবহন ডিপো"

		নামকরণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। ঘ) সভায় জানানো হয় যে, সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ৯ এর সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল। মেজর জলিল এদেশের অকুতোভয় সাহসী সন্তান যিনি ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার পথে পা না বাড়িয়ে একটি নিশ্চিত, নিরাপদ এবং উজ্জ্বল জীবন ছুঁড়ে ফেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অসম সাহসিকতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর খুলনা সীমান্ত দিয়ে দেশের সম্পদ পাচারে তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলায় ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর মেজর জলিলকে গ্রেফতার করা হয় এবং কার্যত নজরবন্দি রাখা হয়। তিনি ছিলেন দেশের প্রথম রাজবন্দী। ১৯৭২ সালের ২ সেপ্টেম্বর বন্দীদশা থেকে তিনি মুক্তি পান। একমাত্র ৯ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছাড়া সকল সেক্টর কমান্ডারগণকে বীরউত্তম খেতাব প্রদান করা হয়। গত ৫৩ বছর ধরে এ কলঙ্কের দায়মোচনের উদ্যোগ কোন সরকারই গ্রহণ করেনি। এমনকি রাজধানী ঢাকা শহরে সেক্টর কমান্ডারদের নামে বিভিন্ন সড়কের নামকরণ করা হলে সেখানেও বঞ্চিত রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল এর নাম। সে মতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের বনানী-আবদুল্লাহপুর অংশটি "মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৩	:	৩.১) সভায় মরহুম মোজাম্মেল হক এর নামানুসারে ৯৬ হাজী আব্দুল মার্কেট, পশ্চিম কাফরুল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা হতে ১৮৮ পশ্চিম কাফরুল, শেরেবংলা নগর, ঢাকা পর্যন্ত সড়কটি “মরহুম মোজাম্মেল হক সড়ক” নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩.২) সভায় মরহুমা শানু বেগম এর নামানুসারে আরামবাগ সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনটি "শানু বেগম এসটিএস" নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩.৩) সভায় মরহুম বজলুর রশীদ এর নামানুসারে গাবতলীতে অবস্থিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিবহন ডিপোটি "বজলুর রশীদ পরিবহন ডিপো" নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩.৪) সভায় মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল এর নামানুসারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়কের বনানী-আবদুল্লাহপুর অংশটি "মুক্তিযোদ্ধা মেজর এম এ জলিল সড়ক" নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৪	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্ক সমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে অবস্থিত পার্কসমূহ নগরবাসীর স্বাস্থ্যকর বিনোদন, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। ডিএনসিসি ইতোমধ্যে তার মালিকানাধীন পার্ক, খেলারমাঠ, শিশুপার্ক, ঈদগাঁহ সমূহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ২৪ অনুচ্ছেদ এবং সপ্তম তফসিলের ২২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে পার্ক, মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দায়িত্বের অস্পষ্টতা এবং কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে অনেক পার্ক সুষ্ঠুভাবে

		পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলে পার্ক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও আন্তঃসংস্থাগত সমন্বয় আরও কার্যকর হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। একইসাথে আলোচনায় গুরুত্বারোপ করা হয় যে, কেবল কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সমন্বয় যথেষ্ট নয়; বরং স্থানীয় পর্যায়ে পার্কসমূহের দৈনন্দিন ব্যবহার, নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। স্থানীয় জনগণ সরাসরি পার্ক ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তারা পার্কের সমস্যা, প্রয়োজন ও অনিয়ম দ্রুত শনাক্ত করতে সক্ষম। এজন্য আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে সভায় যৌক্তিক ও সময়োপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
সিদ্ধান্ত-০৪	:	৪.১) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্ক সমূহ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য অংশীজন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪.২) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্ক সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে স্থানীয় ভাবে ০৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	১) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৫	:	ক) ছাদ বাগানের নীতিমালা সংক্রান্ত। খ) স্বল্প-গতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	(ক) সভায় জানানো হয় যে, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্মারক নং ৪৬. ২০৭. ০০০. ১০. ০৪. ৫৬৪. ২০১১/৪০৯(২০) তারিখ: ০২/০৬/২০১৬খ্রি. মূলে প্রশাসনিক আদেশ বলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের এলাকাধীন যে সকল সম্মানিত করদাতাগণের বাড়ি/ ফ্ল্যাট/ স্থাপনাসমূহের আঙ্গিনায়, ছাদে, বারান্দায়/ ব্যালকুনিতে ফুল, ফল ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরোপণ করে ঢাকা মহনগরীকে সবুজ ঢাকায় রূপান্তরিত করার কাজে সহযোগিতা করছেন, তাদেরকে হোল্ডিং ট্যাক্স এর ৪ (চার) কিস্তি একত্রে পরিশোধ সাপেক্ষে হালসনের ৪ (চার) কিস্তির ওপর ১০% বিশেষ রিবেট সুবিধা দেয়ার বিষয়ে অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ডিএসসিসি'র ন্যায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকাসমূহের সম্মানিত করদাতাগণের বাড়ি/ ফ্ল্যাট/ স্থাপনাসমূহের আঙ্গিনায়, ছাদে ফুল, ফল ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতে সম্মানিত করদাতাদের হোল্ডিং ট্যাক্সের উপর ১০% (শতকরা দশভাগ) বিশেষ রেয়াত (Rebate) দেয়ার বিষয়ে গত ০৮/১১/২০১৯ এবং ১৪/০৬/২০২৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে, রিবেটযোগ্য ছাদবাগানকারী/বৃক্ষরোপনকারীদের যোগ্যতা ও বাছাই পদ্ধতি, মশক বা ডেঙ্গুবাহিত রোগ প্রতিরোধে তাদের করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে একটি খসড়া গাইড লাইন প্রস্তুতের নিমিত্তে সচিব ডিএনসিসি'কে আহবায়ক করে ১২ (বারো) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি খসড়া গাইড লাইন প্রস্তুতের নিমিত্ত গত

		০২/০৭/২০২৪খ্রি. তারিখে সভা আহবান করেন। সভার কার্যবিরবণী ও খসড়া গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে সম্মানিত করদাতাগণের বাড়ি/ ফ্ল্যাট/ স্থাপনাসমূহের আঙ্গিনায়, ছাদে ফুল, ফল ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতে ছাদ বাগানের গাইড লাইন প্রস্তুতের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৯/০৪/২০২৫ তারিখের ৪৬. ০০. ০০০০. ০৭০. ২৬. ০০২. ১৬ (অংশ-২)-৩৫০ সংখ্যক স্মারক পত্রে তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) ও ই-রিক্সা চালকদের ডাটাবেজ তৈরীর লক্ষ্যে ইউনিফাইড ফরম প্রস্তুতের বিষয়ে ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্তমতে জাতীয় ই-রিক্সা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের ১৪টি প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রস্তুতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে একটি সভা আহবান করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অধিক্ষেত্রে তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা)'র অনুমোদিত 'স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে কারিগরী ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা যাচাইপূর্বক প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-কে আহবায়ক করে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৮/০৮/২০২৫খ্রি. তারিখে সভা আহবান করা হয় । স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিস্তারিত কাগজপত্র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পরিবহন বিভাগ হতে প্রস্তুত করা হয়েছে। স্বল্পগতির - গতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন-বুক-এর একটি কপি পাওয়া যায়। স্বল্প-গতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন-বুক-এ রেজিস্ট্রেশন ফি, ট্যাক্স টোকেন ফি, ফিটনেস সার্টিফিকেট ফিসহ অন্যান্য সকল বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। স্বল্প-গতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন এর বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৫	:	৫.১) আলোচনান্তে সম্মানিত করদাতাগণের বাড়ি/ফ্ল্যাট/স্থাপনাসমূহের আঙ্গিনায়, ছাদে ফুল, ফল ও বিভিন্ন জাতের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতে রিবেটযোগ্য ছাদবাগানকারী/বৃক্ষরোপনকারীদের যোগ্যতা ও বাছাই পদ্ধতি, মশক বা ডেঙ্গুবাহিত রোগ প্রতিরোধে তাদের করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে একটি খসড়া গাইড লাইন প্রস্তুত পূর্বক স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫.২) সভায় স্বল্প-গতির ব্যাটারিচালিত ই-রিক্সা রেজিস্ট্রেশন ফি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বছর, ট্যাক্স টোকেন ফি প্রতি বৎসর ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা, ফিটনেস সার্টিফিকেট ফি প্রতি বৎসর ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা, সড়ক কর প্রতি বৎসর ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা এবং মালিকানা পরিবর্তন ফি ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা হারে প্রস্তাব করা হয়। সকল ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ "মেয়র/প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, রিক্সা লাইসেন্স ফি (হিসাব নম্বর-০১১৬৪০৩০০০০৪৬" শিরোনামে সোনালী ব্যাংক পিএলসি, নিউ নর্থ সার্কেল শাখা, ঢাকায় জমাসহ প্রস্তাবিত ফিসমূহ অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ই-রিক্সা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম রাজস্ব বিভাগ, প্রধান কার্যালয় হতে গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-০৬	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর, ২০২৬ উপলক্ষ্যে ঈদ জামাত, আনন্দ মিছিল ও ঈদ মেলা আয়োজন সংক্রান্ত।
আলোচনা	:	সভায় জানানো হয় যে, ঈদুল ফিতর মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব এবং এ উপলক্ষ্যে নগরবাসীর জন্য নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও আনন্দমুখর আয়োজন নিশ্চিত করা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সভায় পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২৬ উপলক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, সামাজিক সম্প্রীতি ও আনন্দঘন পরিবেশে ঈদ জামাত আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং বলা হয় যে, বড় জামাতসমূহের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জায়গা নির্বাচন, অস্থায়ী ওযুখানা ও শৌচাগার স্থাপন, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বয়স্ক, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং যাতায়াতের সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার উপর সভায় জোর দেওয়া হয়। এছাড়া ঈদের আনন্দকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ঈদ আনন্দ মিছিল আয়োজনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, আনন্দ মিছিলটি যেন শালীনতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে আয়োজিত হয়। সভায় ঈদ মেলা আয়োজনের বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়। আলোচনায় বলা হয় যে, ঈদ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্যবাহী খাবার, হস্তশিল্প ও বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে নগরবাসীর মধ্যে উৎসবের আমেজ আরও বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় আরও বলা হয় যে, এসব আয়োজন সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে নগরবাসীকে অনুষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করা হয় এবং অনুষ্ঠানের ব্যয় বাবদ ন্যূনতম ৪(চার) কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দের বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।
সিদ্ধান্ত-০৬	:	৬.১) সভায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং ঈদের আনন্দকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃক পবিত্র ঈদুল ফিতর, ২০২৬ উপলক্ষ্যে ঈদ জামাত, আনন্দ মিছিল ও ঈদ মেলা আয়োজনের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান করা হবে। অনুষ্ঠানের ব্যয় বাবদ ন্যূনতম ৪(চার) কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দ হবে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সমাজ কল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

		সিস্টেম এনালিষ্ট,আইসিটি সেল, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা,অঞ্চল------, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অঞ্চল----------, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

বিবিধ-৭	:	ক) ডিএনসিসির কোভিড হাসপাতালের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা পূর্বক এর সম্পূর্ন পরিচালানার দায়িত্ব ডিএনসিসি কর্তৃক বহন এবং হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর সংক্রান্ত। খ) ডিএনসিসি'র আওতাধীন বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের পারস্পরিক বৈষম্য নিরসনের আদর্শ নীতিমালা প্রস্তুত সংক্রান্ত। (গ) ডিএনসিসির পরিবহন বিভাগে বিনা বেতনে কর্মরত ব্যক্তিদের ডিএনসিসির নিয়োজিতকরণ সংক্রান্ত। (ঘ) ডিএনসিসির পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালনার কাজে নিয়োজিত স্কেলভুক্ত মাষ্টাররোল কর্মচারীদের অতিরিক্ত কর্মঘন্টা (ওভারটাইম) প্রাপ্যতা প্রসংগে।
আলোচনা	:	(ক) সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ডা: মঈনুল আহসান জানান যে ডিএনসিসির কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালটি বর্তমানে পরিচালনা সংক্রান্তে নানাবিদ সমস্যায় ভূগছেন। দেশের অন্যতম হাসপাতাল হিসেবে এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান এবং হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তর করা জন্য অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিষয় যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সকল সদস্য একমত পোষণ করবেন। (খ) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের পারস্পরিক বৈষম্য নিরসনের জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা প্রস্তুত করার বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের পারস্পরিক বৈষম্য নিরসনের জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা প্রস্তুত এর বিষয়ে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। (গ) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন পরিবহন বিভাগে বিনা বেতনে কর্মরত ব্যক্তিদের মানবিক দিক বিবেচনা করে ডিএনসিসির কাজে নিয়োজিত করার বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনান্তে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন পরিবহন বিভাগে বিনা বেতনে কর্মরত ব্যক্তিদের কীভাবে ডিএনসিসির কাজে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে যাচাই করার বিষয়ে সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। (ঘ) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালনার কাজে নিয়োজিত স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মচারীদের অতিরিক্ত কর্মঘন্টা (ওভারটাইম) প্রাপ্তির বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সে বিষয়ে যাচাই করার বিষয়ে পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালনার কাজে নিয়োজিত স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মচারীদের অতিরিক্ত কর্মঘন্টা (ওভারটাইম) প্রাপ্য হবেন কিনা সে বিষয়ে যাচাই করার বিষয়ে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-০৭	:	৭.১) ডিএনসিসির কোভিড হাসপাতালের কার্যক্রম ডিএনসিসি এর মাধ্যমে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর করার বিষয়ে ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.২) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের পারস্পরিক বৈষম্য নিরসনের জন্য একটি আদর্শ নীতিমালা তৈরীর বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.৩) সভায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনাধীন পরিবহন বিভাগে বিনা বেতনে কর্মরত ব্যক্তিদের কীভাবে ডিএনসিসির কাজে নিয়োজিত করা যায় সে বিষয়ে যাচাই করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭.৪) সভায় পরিবহন বিভাগের গাড়ী চালনার কাজে নিয়োজিত স্কেলভুক্ত মাস্টাররোল কর্মচারীদের অতিরিক্ত কর্মঘন্টা (ওভারটাইম) প্রাপ্য হবেন কিনা সে বিষয়ে যাচাই করার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। মহাব্যবস্থাপক(পরিবহন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অঞ্চল----------, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ এজাজ
প্রশাসক
ও
সভাপতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.৩৯৮.২০২৪-৬১

তারিখ: ১৫/০১/২০২৬ খ্রি:

বিতরণ কার্যার্থে:

.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
৪. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৬. চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড।
১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)।
১৩. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টার সদয় অবগতির জন্য)।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
১৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর।
১৭. মহাপরিচালক, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
১৮. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।
২০. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স।
২১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
২২. জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
২৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)।
২৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস।
২৫. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
২৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।`
২৭. বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৮. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২৯. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩০. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর স্টাফ অফিসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩২. সহকারী সচিব, সংস্থাপন-১ ও ২, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৩. নিরাপত্তা কর্মকর্তা,ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩৪. অফিস কপি।